দস্তুরুল মাদারিস আল-ইসলামিয়্যাহ আল-আহলিয়্যাহ, বাংলাদেশ

(কাওমী মাদ্রাসা সংবিধান)

আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস
(কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড), বাংলাদেশ-এর
১৭/০৬/১৩ হিঃ মোতাবেক ১২/১২/৯২ ইং
তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিসে শোরার সাধারণ অধিবেশনে
অনুমোদিত ও কার্যকর ঘোষিত
এবং পরবর্তীতে সংশোধিত

প্রকাশনায়

মোহাম্মদ আব্দুল হালীম বোখারী
সাধারণ সম্পাদক
আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস
(কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয় ঃ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৩২২৭৮২

দস্তুরুল মাদারিস আল-ইসলামিয়্যাহ আল-আহলিয়্যাহ, বাংলাদেশ
(কাওমী মাদ্রাসা সংবিধান)

আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস
(কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড), বাংলাদেশ-এর
১৭/০৬/১৩ হিঃ মোতাবেক ১২/১২/৯২ ইং
তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিসে শোরার সাধারণ অধিবেশনে
অনুমোদিত ও কার্যকর ঘোষিত
এবং পরবর্তীতে সংশোধিত

প্রকাশনায়

মোহাম্মদ আব্দুল হালীম বোখারী
সাধারণ সম্পাদক
আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস
(কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয় ঃ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৩২২৭৮২

দস্তরুল মাদারিস আল-ইসলামিয়্যাহ আল-আহলিয়্যাহ, বাংলাদেশ

(কাওমী মাদ্রাসা সংবিধান)

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ আব্দুল হালীম বোখারী

প্রকাশকাল ঃ ১ম বার : জিলকদ ১৪১৩ হিজরী
মে ১৯৯৩ ইংরেজী
২য় বার : ১লা রজব ১৪৩০ হিজরী
২৫ শে জুন ২০০৯ ইং

বর্ণবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ঃ আনছারী তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ এট্যাচ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৫০.০০

যোগাযোগ

প্রধান কার্যালয় ঃ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৩২২৭৮২

ভূমিকা

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

বর্তমানে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার দু'টি ধারা চলছে। ফলে দেশের সমস্ত মাদ্রাসা দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মাদ্রাসা সরকার কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এর তত্ত্বাবধানে চলছে। এ মাদ্রাসাগুলো সরকারী পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে এবং সরকারী অনুমোদন ও সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হয়ে থাকে।

অপর শ্রেণীর মাদ্রাসাসমূহ দ্বীনী শিক্ষা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নিজস্ব বলিষ্ঠ পাঠ্যসূচী ও কর্মসূচী অনুসরণে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে। এ মাদ্রাসাগুলো আমাদের দেশে 'কাওমী মাদ্রাসা' নামে পরিচিত।

এ কাওমী মাদ্রাসাগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, এগুলোর তত্ত্বাবধান এবং পাঠ্যসূচী সহ বিভিন্ন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য ও ঐক্য বহাল রাখার লক্ষ্যে বিগত ১৩৭৯ হিং মোতাবেক ১৯৫৯ ইং সনে আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতি আজীজুল হক (রাঃ) এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস (কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড), বাংলাদেশ। তখন থেকে কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে শুরু হয় বিরাট আলোড়ন। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ যাবৎ শত শত মাদ্রাসা অত্র আঞ্জুমানের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে।

অত্র আঞ্জুমানের পরিচালনাধীন মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান, এগুলোর জন্য পরিচালনা পরিষদ গঠন, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষণ, পরিচালক ও শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের বার্ষিক পরিদর্শন এবং জরুরী অবস্থায় এগুলোর আর্থিক সাহায্যসহ মাদ্রাসাগুলোর সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ অত্র আঞ্জুমান করে আসছে।

আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠার পর এ মাদ্রাসাগুলোর পরিচালনা পদ্ধতি স্বরূপ একটি সংবিধান রচিত হয় মরহুম প্রতিষ্ঠাতার জীবদ্দশায়, উর্দূ ভাষায় "দস্তুরে আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস" নামে। কিন্তু দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই সংবিধানের সংশোধন এবং তাতে অনেক বিষয় সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তদুপরি আমাদের মাতৃভাষায় সংবিধান রচনার দাবী উত্থাপিত

হতে থাকে। পরিচালনাধীন মাদ্রাসাগুলোর পক্ষ থেকে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে অত্র আঞ্জুমানের নজীরবিহীন উন্নয়ন ও উৎকর্ষের অগ্রদূত হযরত আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ ইউনুস (রাঃ) এর জীবদ্দশায় ২৫/৬/১১ হিঃ মোতাবেক ১২/১/৯১ ইং তারিখে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানের মজলিসে শোরার সাধারণ অধিবেশনে বাংলা ভাষায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাওমী মাদ্রাসা সংবিধান রচনার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সাব কমিটি দীর্ঘদিন চিন্তা-ভাবনা ও পারস্পরিক আলোচনা-পর্যালোচনার পর বিগত ২৬/৩/১৩ হিঃ তারিখে সাব কমিটির সর্বশেষ অধিবেশনে একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য মজলিসে শোরার বরাবর পেশ করে। অতঃপর মজলিসে শোরার বিগত ১৭/৬/১৩ হিঃ মোতাবেক ১২/১২/৯২ ইং তারিখে আঞ্জুমানের তদানিন্তন সভাপতি হযরত মাওলানা মোঃ হারুন ইসলামাবাদী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে খসড়াটি পঠিত হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজনের পর তা "কাওমী মাদ্রাসা সংবিধান, বাংলাদেশ" রূপে অনুমোদন লাভ করে। আর উক্ত তারিখ থেকে সংবিধানের কার্যকরীকরণ এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদুপরি উক্ত তারিখ থেকে এ সংবিধানের পরিপন্থী পূর্বের যাবতীয় দস্তুর, সংবিধান ও আইন-কানূন রহিত ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে মজলিসে শোরার বিভিন্ন অধিবেশনে বিভিন্ন সংশোধনী অনুমোদিত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, অধিবেশনে এ সংবিধানের আরবী নাম ঘোষিত হয়, "দস্তুরুল মাদারিস আল-ইসলামিয়াহ্ আল-আহলিয়্যাহ, বাংলাদেশ"।

আঞ্জুমানের পরিচালনাধীন প্রতিটি কাওমী মাদ্রাসার জন্য অত্র সংবিধান অনুসরণ এবং এর আইন-কানুনগুলোর সার্বিক বাস্তবায়ন অপরিহার্য গণ্য হবে।

রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে দ্বীনী শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রম পরিচালনার মানসে অত্র সংবিধানের মূল্যায়নের তাওফীক দান করুন। আমীন।

মোহাম্মদ আব্দুল হালীম বোখারী
সাধারণ সম্পাদক,
আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস, বাংলাদেশ।
১/৭/১৪৩০ হিঃ

দস্তুরুল মাদারিস আল-ইসলামিয়্যাহ আল-আহলিয়্যাহ, বাংলাদেশ

(কাওমী মাদ্রাসা সংবিধান, বাংলাদেশ)

সূচীপত্র

দস্তুরুল মাদারিস আল-ইসলামিয়্যাহ আল-আহলিয়্যাহ, বাংলাদেশ
(কাওমী মাদ্রাসা সংবিধান, বাংলাদেশ)

ধারা নং- ১ ঃ নামকরণ

আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস, বাংলাদেশভুক্ত মাদ্রাসাসমূহ পরিচালনার নিমিত্ত আঞ্জুমান কর্তৃক ঘোষিত অত্র পথনির্দেশিকা, নিয়ম-কানূন ও বিধি-বিধানসমূহের নাম হবে "দস্তুরুল মাদারিস আল-ইসলামিয়্যাহ আল-আহলিয়্যাহ, বাংলাদেশ"। বাংলায় এটাকে "কাওমী মাদ্রাসা সংবিধান" বলা যেতে পারবে।

ধারা নং- ২ ঃ কার্যকরী করণের তারিখ

আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস -এর ১৭/৬/১৩ হিঃ মোতাবেক ১২/১২/৯২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিসে শোরার সাধারণ অধিবেশনে অত্র দস্তুর অনুমোদন লাভ করার সময় থেকে এর কার্যকরী করণের তারিখ গণ্য হবে। এর কার্যকরী করণের সাথে সাথে আঞ্জুমানের পূর্বের যাবতীয় দস্তুরুল মাদারিস রহিত গণ্য হবে।

ধারা নং- ৩ ঃ কার্যকরী করণ

অত্র দস্তুরের অনুসরণ সকল মাদ্রাসার জন্য অপরিহার্য হবে।

ধারা নং- ৪ ঃ

মাদ্রাসাসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) শিক্ষার্থীদেরকে যাবতীয় ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলা।

(খ) ধর্মীয় জ্ঞান লাভে অপরিহার্য বিষয়গুলো শিক্ষাদান করা।

(গ) জনসাধারণের মাঝে ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারে আবশ্যকীয় বিষয় ও ভাষাসমূহ শিক্ষাদান এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী অনুরূপ বিষয় নির্বাচন করা।

(ঘ) সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী রূপে আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করা।

(ঙ) পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে মুক্ত এমন একটি আদর্শ জামাত গড়ে তোলা যা সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলীতে গুণান্বিত হবে এবং সমাজের সর্বস্তরে দ্বীন কায়েম এবং বাতিলকে প্রতিহত করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

(চ) শিক্ষার্থীদেরকে আকাবেরে দেওবন্দের অনুরূপ প্রতিভা ও চরিত্রের অধিকারী করে সমাজে আদর্শ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

ধারা নং- ৫ ঃ

মাদ্রাসাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(ক) উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো।

(খ) দ্বীনের হেফাজতের নিমিত্ত বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচার-প্রসারের সাথে সাথে বিভিন্ন উপায়ে বাতিল মতবাদ ও যাবতীয় কুসংস্কারের যথাসাধ্য মোকাবেলা করে যাওয়া।

(গ) সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণকে ধ্বংসাত্মক মিশনারী তৎপরতার কবল থেকে রক্ষা করা।

(ঘ) বাতিল সম্প্রদায়গুলোর অপপ্রচার রোধকল্পে আহ্‌লে-সুন্নাত ওয়াল-জমাত, বিশেষতঃ আকাবেরে দেওবন্দের লিখিত পুস্তক-পুস্তিকার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন স্থানে দ্বীনী পাঠাগার চালু করার চেষ্টা করা।

(ঙ) আঞ্জুমান কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী, নীতি-পদ্ধতি, নেসাবে তালীম, তরীকে তালীম ও মারকাজী পরীক্ষা-কর্মসূচী অনুসরণ ও কার্যকরী করণ।

ধারা নং- ৬ ঃ

মাদ্রাসাসমূহের আদর্শ ও চিন্তাধারা

(ক) আঞ্জুমানভুক্ত সকল মাদ্রাসার আদর্শ ও চিন্তাধারা হবে আহ্‌লে-সুন্নাত ওয়াল-জমাতের আদর্শ ও চিন্তাধারার অনুসারী।

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলতঃ দারুল উলূম দেওবন্দই হবে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

(গ) মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে এবং দ্বীনী শিক্ষার নিজস্ব ভাবধারা ও স্বকীয় মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকা।

(ঘ) সকল ছাত্র-শিক্ষক প্রতিটি আচরণে, লেবাসে-পোশাকে এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে সলফে-সালেহীনের অনুসরণ করা।

(ঙ) মাদ্রাসার পরিচালক, শিক্ষকবৃন্দ, কর্মচারীগণ এবং সকল ছাত্র উপরোল্লিখিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শের অনুসারী হওয়া অপরিহার্য হবে।

ধারা নং– ৭ ঃ

মাদ্রাসাসমূহের পরিচালকদের পরিচিতি

(ক) মাদ্রাসাসমূহের পরিচালকদের পরিচিতি সদর মুহতামিম, মুহতামিম, নির্বাহী মুহতামিম, নায়েবে মুহতামিম, মুঈনে মুহতামিম ইত্যাদি হবে।

(খ) বিভাগীয় পরিচালকের পরিচিতি নাজেমে তালীমাত, নাজেমে দারুত্তোলবা এবং নাজেমে শোবায়ে তাফসীর প্রভৃতি ভাষায় হবে।

(গ) স্কুল-কলেজ ও সরকারী মাদ্রাসাসমূহের ব্যবহৃত ভাষা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়।

ধারা নং– ৮ ঃ

মাদ্রাসাসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থা

(ক) আঞ্জুমানভুক্ত মাদ্রাসাসমূহ পরিচালনার নিমিত্ত দু'টি মজলিস থাকবে ঃ এক– মজলিসে শোরা ও দুই– মজলিসে আমেলা।

(খ) প্রয়োজনবোধে এলাকার মাদ্রাসা হিতাকাংখীদের সমন্বয়ে একটি মজলিসে এমদাদী থাকতে পারবে।

মজলিসে শোরা

ধারা নং- ৯ ঃ

মজলিসে শোরার গঠন পদ্ধতি

(ক) আঞ্জুমানের সাধারণ সম্পাদকের মনোনয়ন ও সুপারিশে আঞ্জুমানের সভাপতি আঞ্জুমানভুক্ত মাদ্রাসাসমূহের মজলিসে শোরার অনুমোদন দান করবেন।

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক অনুমোদন দান করতে পারবেন।

(খ) প্রতিটি মাদ্রাসার নিকটবর্তী কাওমী মাদ্রাসাসমূহের মুহতামিমগণ এবং স্থানীয় আদর্শ, সুন্নাতের পাবন্দ, বিদআতমুক্ত ও মাদ্রাসার হিতাকাংখী ওলামাদের মধ্য থেকে শোরার সদস্য মনোনয়ন করা হবে। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে স্বল্প সংখ্যক গাইরে আলেম সদস্য নেয়া যাবে।

(গ) মজলিসে শোরা একটি স্থায়ী মজলিস হিসাবে পরিগণিত হবে। তবে আঞ্জুমান কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনে এর পুনর্গঠন করতে পারবেন। এতে কোন কারণ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা আবশ্যকীয় হবে না।

(ঘ) মজলিসে শোরার সদস্য সংখ্যা মাদ্রাসার মান অনুসারে অন্যূন ১১ জন ও অনুর্দ্ধ ২৫ জন হতে পারবে।

(ঙ) মাদ্রাসার মুহতামিম ও নাজেমে তালীমাত পদাধিকার বলে শোরার সদস্য থাকবেন। প্রয়োজনে মাদ্রাসার ভিতর থেকে অতিরিক্ত একজন সদস্য মনোনীত করা যাবে।

(চ) আঞ্জুমানের সভাপতি ও নাজেম পদাধিকার বলে শোরার সদস্য থাকবেন।

(ছ) আঞ্জুমানের থানা শাখার সভাপতি ও নাজেমও পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

(জ) আঞ্জুমানের সভাপতি শোরার সভাপতি থাকবেন এবং মাদ্রাসার মুহতামিম শোরার সম্পাদক থাকবেন।

(ঝ) প্রতিটি মাদ্রাসা অত্র দস্তুরের আলোকে শোরা ও আমেলা গঠন করে উভয়ের একটি করে তালিকা আঞ্জুমান কার্যালয়ে দাখিল করা অপরিহার্য হবে।

ধারা নং– ১০ ঃ

মজলিসে শোরার অধিবেশন

(ক) বছরে অন্ততঃ একবার শোরার সাধারণ অধিবেশন আহবান করতে হবে। জরুরী অধিবেশন প্রয়োজনানুসারে আহবান করা যাবে।

(খ) মাদ্রাসার মুহতামিম শোরার সম্পাদক হিসাবে সাধারণ ও জরুরী অধিবেশন আহবান করবেন।

(গ) সাধারণ অধিবেশনের দাওয়াতনামা অন্যূন এক সপ্তাহ পূর্বে এবং জরুরী অধিবেশনের দাওয়াতনামা অন্যূন ২৪ ঘন্টা পূর্বে পৌঁছাতে হবে।

(ঘ) দাওয়াতনামায় বিস্তারিত আলোচ্য বিষয় লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

(ঙ) জরুরী অধিবেশনের ক্ষেত্রেও একাধিক আলোচ্য বিষয় থাকতে পারবে।

(চ) শোরার অধিবেশনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত পৃথক রেজিস্টারে ক্রমিক নম্বর সহকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(ছ) শোরার প্রতিটি অধিবেশনে বিগত অধিবেশনের সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে অনুমোদন লাভ করতে হবে।

(জ) অধিবেশনে যে কোন সিদ্ধান্ত সকলের রায় শোনার পর অধিবেশনের সভাপতির রায়ে গৃহীত হবে। উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের রায়ের ভিত্তিতে সভাপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যদি কোন বিষয়ে দু' পক্ষের রায় সমান হয় তবে সভাপতি নিজ ক্ষমতায় কোন একটিকে গ্রহণ করবেন।

(ঝ) শোরার সভাপতি সাধারণ ও জরুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি মনোনীত করা যাবে।

(ঞ) শোরার মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পরিপূর্ণ গণ্য হবে।

(ট) শোরার সাধারণ অধিবেশনে মাদ্রাসার তালীমাত, তরবিয়ত, হিসাব-নিকাশ, প্রশাসন প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় হিসাবে থাকা অপরিহার্য।

(ঠ) শোরার রেজিস্টারে যেখানে অধিবেশনের সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করা হবে, তথায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর থাকা জরুরী হবে।

(ড) সিদ্ধান্তসমূহের শেষে অধিবেশনের সভাপতির স্বাক্ষর থাকা অপরিহার্য।

ধারা নং– ১১ ঃ

মজলিসে শোরার ক্ষমতা ও দায়িত্ব

(ক) মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে মজলিসে শোরা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী গণ্য হবে।

(খ) দস্তুরের আলোকে মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন ও কর্মসূচী প্রণয়ন করতে পারবে।

(গ) মাদ্রাসার পূর্বোল্লিখিত আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত করবে এবং প্রয়োজনীয় বিভাগ প্রবর্তন, উপ-পরিষদ গঠন ও এগুলির দায়িত্ব সীমা নির্দ্ধারণ করবে।

(ঘ) সদর মুহতামিম, মুহতামিম, নির্বাহী মুহতামিম, নায়েব, মুঈন, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাঁদের অপসারণ, পদোন্নতি ও পদাবনতি, বেতন নির্ধারণ, পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে নতুন পদ সৃষ্টি বা বিলুপ্তি সাধন করবে। বিশেষতঃ নাজেমে তালীমাত, নাজেমে দারুত্তোলবা ও বিভাগীয় নাজেম নিয়োগ করবে।

তবে নিয়োগ-বরখাস্তের ক্ষেত্রে আঞ্জুমান কর্মকর্তাদের অনুমোদন লাভ করতে হবে। কিন্তু নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নয়।

(ঙ) মজলিসে আমেলা বা উপ-পরিষদসমূহের সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে তা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

(চ) মাদ্রাসার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকী করবে।

(ছ) বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বাজেট ও হিসাব অনুমোদন করবে এবং হিসাবের জন্য অডিটর নিয়োগ করবে।

(জ) মাদ্রাসার উন্নয়ন কল্পে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঝ) কোন সময় কোন মাদ্রাসায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে মজলিসে শোরা আঞ্জুমানের সাহায্য কামনা করবে।

(ঞ) প্রয়োজনে মুহতামিম ও নির্বাহী মুহতামিম সাহেবকে যে কোন ব্যাপারে ক্ষমতা অর্পণ করবে।

(ট) মাদ্রাসার নামে ব্যাংক হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নিবে এবং তার পরিচালক নিয়োগ করবে।

(ঠ) মজলিসে আমেলা গঠন করবে। তবে আঞ্জুমানের অনুমোদন লাভ করতে হবে।

ধারা নং- ১২ ঃ

মজলিসে আমেলার গঠন

(ক) মজলিসে শোরা-ই আমেলা গঠন করবে। তবে আঞ্জুমানের অনুমোদন লাভ করতে হবে।

(খ) মজলিসে আমেলার সকল সদস্য শোরার সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত করা হবে।

(গ) মজলিসে আমেলার সদস্য সংখ্যা অন্যূন ৫ জন ও অনূর্দ্ধ ৯ জন হবে।

(ঘ) মাদ্রাসার মুহতামিম ও নাজেমে তালীমাত আমেলার সদস্য থাকবেন।

(ঙ) মুহতামিম পদাধিকার বলে আমেলার সম্পাদক থাকবেন।

(চ) আমেলার কোন স্থায়ী সভাপতি থাকবেনা। অধিবেশন চলাকালে একজনকে সভাপতি করে নিতে হবে।

(ছ) মজলিসে আমেলা স্থায়ী পরিষদ হিসাবে গণ্য হবে। তবে শোরা বিশেষ পরিস্থিতিতে তার পুনর্গঠন করতে পারবে।

ধারা নং- ১৩ ঃ

মজলিসে আমেলার দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(ক) মজলিসে শোরা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত করবে ।

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ মজলিসে শোরার অধিবেশনে পেশ করবে ।

(গ) আঞ্জুমান কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের রূপরেখা শোরার বিবেচনার জন্য পেশ করবে এবং অনুমোদনের পর নির্দিষ্ট রূপরেখা বাস্তবায়িত করবে ।

(ঘ) মজলিসে শোরার অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, অপসারণ, পদোন্নতি বা পদাবনতি করতে পারবে । তবে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ-বরখাস্তের ক্ষেত্রে আঞ্জুমানের কর্মকর্তাদের পরামর্শ নেয়া জরুরী হবে । কিন্তু আমেলা নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদেরকে শোরা ছাড়াই নিয়োগ-বরখাস্ত করতে পারবে ।

(ঙ) বিশেষ প্রয়োজনে শোরা অধিবেশনে অনুমোদিত বাজেট বহির্ভূত ব্যয় অনুমোদন করতে পারবে । তবে শোরার পরবর্তী অধিবেশনে তার অনুমোদন লাভ করতে হবে ।

(চ) মজলিসে শোরায় পেশ করার জন্য বাজেট প্রণয়ন করবে ।

(ছ) শোরা অডিটর নিয়োগ না করে থাকলে, আমেলা অডিটর নিয়োগ করতে পারবে ।

(জ) মাদ্রাসার প্রশাসন ও বিভাগীয় কার্যাবলী তদারকী করবে এবং শোরায় রিপোর্ট পেশ করবে।

(ঝ) শিক্ষকদের আবেদনসমূহ বিবেচনা করে শোরার নিকট সুপারিশ করবে।

(ঞ) নাজেমে তালীমাত, নাজেমে দারুত্তোলবা ও বিভাগীয় নাজেম নিয়োগ করবে। তবে শোরা এদের নিয়োগ করে থাকলে তা-ই বাস্তবায়িত করবে।

(ট) প্রয়োজনে মুহতামিম সাহেবকে যে কোন ব্যাপারে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে।

(ঠ) প্রয়োজনে ব্যাংক হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত ও অপারেটর মনোনীত করতে পারবে। তবে শোরার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী না হওয়া জরুরী।

ধারা নং- ১৪ ঃ আমেলার অধিবেশন

(ক) মজলিসে আমেলার অধিবেশন প্রয়োজনে বারংবার হতে পারবে, তবে কমপক্ষে বছরে তিন বার হওয়া জরুরী হবে।

(খ) মজলিসে আমেলার সাধারণ অধিবেশন ৩ দিনের নোটিশে ও জরুরী সভা ২৪ ঘন্টার নোটিশে আহবান করা যাবে।

(গ) মুহতামিম সম্পাদক হিসাবে আমেলা অধিবেশন আহবান করবেন।

(ঘ) ১০/ ঘ, ১০/ ঙ, ১০/ চ, ১০/ ছ, ১০/ জ, ১০/ ট, ১০/ ঠ, ও ১০/ ড অনুসরণ করতে হবে।

(ঙ) আমেলার সদস্যদের অধিকাংশের উপস্থিতিতে কোরাম পরিপূর্ণ হবে।

ধারা নং– ১৫ ঃ

সদস্যপদ বাতিল ও শুণ্যপদ পূরণ

(ক) কোন সদস্যের ইন্তেকাল হলে,

(খ) কোন সদস্য শোরা বা আমেলার তিনটি অধিবেশনে এক নাগাদ অনুপস্থিত থাকলে এবং শোরা কর্তৃক অত্র সদস্যের পদকে শূণ্য বলে ঘোষণা করা হলে,

(গ) কোন সদস্য পদত্যাগ করলে এবং

(ঘ) কোন সদস্য মাদ্রাসার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বরখেলাফ কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে প্রমাণিত হলে– মজলিসে শোরা তাঁর সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করে মনোনয়নের মাধ্যমে শূণ্যপদ পূরণ করবে। তবে আঞ্জুমানের অনুমোদন জরুরী হবে।

ধারা নং– ১৬ ঃ এমদাদী কমিটি

(ক) এমদাদী কমিটি শোরার অনুমোদনের মাধ্যমে গঠিত হবে। এ কমিটি শোরা-আমেলার সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং মুহতামিমের আহবানে মাদ্রাসায় সাহায্য করে যাবে। এর সদস্য সংখ্যা সীমিত নয়। মাদ্রাসার সকল হিতাকাংখী এর সদস্য হতে পারবে। অত্র কমিটি মাদ্রাসার উন্নয়নের লক্ষ্যে শোরা বরাবর যে কোন সুপারিশ দাখিল করতে পারবে।

(খ) মাদ্রাসার মুহতামিম অত্র কমিটির আহবায়ক থাকবেন।

মুহতামিম সংক্রান্ত

ধারা নং- ১৭ ঃ মুহতামিম বা নির্বাহী মুহতামিমের যোগ্যতা

(ক) মুহতামিম বা নির্বাহী মুহতামিম হক্কানী আলেম, মুত্তাকী, আমানতদার, চিন্তাশীল, ত্যাগী, প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী এবং মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে ।

(খ) তিনি মাদ্রাসার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে ঐকমত্য পোষণকারী হওয়া জরুরী ।

(গ) মুহতামিম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য ।

ধারা নং- ১৮ ঃ

মুহতামিম বা নির্বাহী মুহতামিমের দায়িত্ব ও অধিকার

(ক) মুহতামিম মাদ্রাসার যাবতীয় কার্যাবলী প্রত্যক্ষ পরিচালনা, শৃংখলা বিধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন ।

(খ) মজলিসে শোরা ও আমেলার সর্বপ্রকার অধিবেশন আহবান করবেন ।

(গ) মাদ্রাসার সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দস্তখত, রসিদ বহিতে দস্তখত এবং ভাউচার অনুমোদন করবেন ।

(ঘ) অধিশেনসমূহের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন।

(ঙ) প্রয়োজনে শিক্ষক-কর্মচারীদের নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব ও তাঁদেরকে সতর্ক করবেন। প্রয়োজনে তাঁদেরকে সাময়িক অব্যাহতি দান করতে পারবেন।

(চ) নৈমিত্তিক খরচের জন্য শোরা-আমেলা কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ অর্থ মাদ্রাসার মুহাসিবের কাছে জমা রাখতে পারবেন।

(ছ) মাদ্রাসার অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা এবং লেখাপড়ার পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার স্বার্থে মাদ্রাসাকে দলীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ মুক্ত রাখবেন। অনুরূপভাবে ছাত্রদেরকেও দলীয় রাজনৈতিক সংগঠন তথা রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন থেকে মুক্ত রাখবেন।

(জ) প্রয়োজনে তিনি মাদ্রাসার কোন কাজের দায়িত্ব কোন শিক্ষকের উপর অর্পণ করতে পারবেন।

(ঝ) মাদ্রাসার আয়-ব্যয়ের অডিট করার পর অনুমোদনের জন্য শোরার নিকট পেশ করবেন।

(ঞ) মজলিসে আমেলার অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের নিয়োগ-বরখাস্ত করতে পারবেন।

(ট) মাদ্রাসার আদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বরখেলাফ আচরণকারী ছাত্রকে বহিষ্কারযোগ্য মনে হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বহিষ্কার করতে পারবেন।

(ঠ) মাদ্রাসার ছুটি ঘোষণা, ছাত্রদের ভর্তির মঞ্জুরী, খোরাকী মঞ্জুরী, সনদ ও অনুমতিপত্র প্রদান এবং শিক্ষকদের বেতনের ব্যবস্থা করবেন ।

(ড) তিনি শোরা বা আমেলার অনুমোদনে নাজেমে তালীমাত, নাজেমে দারুত্তোলবা ও বিভাগীয় নাজেম নিয়োগ করবেন ।

(ঢ) আমেলার পরামর্শক্রমে শোরা ও আঞ্জুমানের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বা তাঁদেরকে বরখাস্ত করতে পারবেন ।

(ণ) শিক্ষক-কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুর করবেন ।

(ত) তালীমাতের রিপোর্ট অবগত হয়ে ছাত্রদেরকে ৫ দিনের অধিক ছুটি মঞ্জুর করবেন ।

(থ) আর্থিক বছরের শেষে মাদ্রাসার বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী করবেন ।

(দ) তিনি শোরা, আমেলা ও আঞ্জুমানের নিকট জবাবদেহ থাকবেন ।

(ধ) প্রয়োজনে মাদ্রাসায় নির্বাহী মুহতামিমের পদ সৃষ্টি করা যাবে । তখন নির্বাহী মুহতামিম মাদ্রাসার নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন এবং মুহতামিম তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবেন । নির্বাহী মুহতামিম যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুহতামিমের পরামর্শ নিবেন ।

ধারা নং– ১৯ ঃ সদর মুহতামিম

প্রতিটি মাদ্রাসায় সদর মুহতামিম থাকা জরুরী নয় । তবে শোরা যদি বিশেষ কারণে এ পদ সৃষ্টি করে তবে তিনি ঃ–

(ক) মুহতামিমের উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) তিনি কোন কার্যনির্বাহী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন না।

(গ) তবে, শোরা-আমেলা কর্তৃক তাঁকে বিশেষ কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ করা হলে তিনি তার অধিকারী হবেন। তখন তিনি শোরা-আমেলার নিকট জবাবদেহ থাকবেন।

ধারা নং- ২০ ঃ
নায়েবে মুহতামিম ও মুঈনে মুহতামিম

(ক) প্রতিটি মাদ্রাসায় নায়েব ও মুঈনে মুহতামিম থাকা জরুরী নয়।

(খ) নায়েব ও মুঈনে মুহতামিমের দায়িত্ব ও ক্ষমতা তা-ই হবে, যা মুহতামিম বা নির্বাহী মুহতামিম তাঁদেরকে অর্পণ করবেন।

(গ) মুহতামিমের বা নির্বাহী মুহতামিমের দীর্ঘকাল অবর্তমানে নায়েবে মুহতামিম আর নায়েবে মুহতামিম পদ না থাকলে মুঈনে মুহতামিম মুহতামিমের বা নির্বাহী মুহতামিমের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তবে কোন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ-অপসারণ করতে পারবেন না।

(ঘ) মুহতামিম বা নির্বাহী মুহতামিম উপস্থিত থাকা কালে বা অল্প সময়ের জন্য মাদ্রাসার বাইরে থাকা কালে নায়েব ও মুঈনে মুহতামিম মুহতামিম বা নির্বাহী মুহতামিম কর্তৃক প্রাপ্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না।

(ঙ) যদি শোরা বা আমেলা মুহতামিমের বা নির্বাহী মুহতামিমের দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতিকালে নায়েব ও মুঈন ছাড়া অন্য কাউকে দায়িত্ব অর্পণ করে তবে তিনিই কার্য পরিচালনা করবেন।

(চ) নায়েব ও মুঈনে মুহতামিম মুহতামিম, নির্বাহী মুহতামিম এবং শোরা ও আমেলার নিকট জবাবদেহ থাকবেন ।

ধারা নং- ২১ ঃ নাজেমে তালীমাতের (শিক্ষাবিভাগীয় পরিচালকের) যোগ্যতা এবং দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(ক) মাদ্রাসার নাজেমে তালীমাত মাদ্রাসার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের অনুসারী, দ্বীনী জ্ঞানসমূহে পারদর্শী, তাকওয়া ও দ্বীনদারীতে সমস্ত শিক্ষকের উর্দ্ধে, প্রভাব সম্পন্ন ও সুষ্ঠু মতামতের অধিকারী, অত্র বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ম-শৃংখলা রক্ষার যোগ্যতা সম্পন্ন, বিনয়ী ও কর্মতৎপর এবং মাদ্রাসার হিতাকাংখী হওয়া অপরিহার্য ।

(খ) তিনি মজলিসে এলমীর তত্ত্বাবধানে তালীমাতের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হবেন ।

(গ) মাদ্রাসার শিক্ষা-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করবেন ।

(ঘ) নতুন ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তার ভিত্তিতে তাদের ভর্তি করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন । আর পুরাতন ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল দেখে তাদের তারাক্কী দেয়া না দেয়ার সিদ্ধান্ত দিবেন ।

(ঙ) আঞ্জুমান কর্তৃক প্রদত্ত নেছাব মোতাবেক শিক্ষা চালু করবেন ।

(চ) শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মজলিসে এলমীর পরামর্শে শিক্ষকদের সবকের রুটিন করবেন বা প্রয়োজনে তাতে রদবদল করবেন ।

(ছ) সাময়িক এবং বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন এবং পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে তা ঘোষণা করবেন। পুরস্কারের উপযোগী ছাত্রদের তালিকা তৈরী এবং পুরস্কারের মান নির্দ্ধারণ করবেন। অধিকন্তু অকৃতকার্য ছাত্রদের তালিকা তৈরী করে মুহতামিমের নিকট পেশ করবেন। যাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করা যায়

(জ) প্রতি কিতাবের নেছাব পরিমাণ পাঠ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নিবেন।

(ঝ) ছাত্রদের অনুর্দ্ধ ৫দিন ছুটি মঞ্জুর করবেন।

(ঞ) তালীমের জন্য নির্ধারিত সময়ে ছাত্র-শিক্ষকদের উপস্থিতি তদারকী করবেন এবং অনুপস্থিতির রিপোর্ট তৈরী করবেন।

(ট) শিক্ষকদের সাধারণ অবহেলার জন্য উপযোগী সতর্কতা প্রদান করবেন এবং মারাত্মক ত্রুটি ও অবহেলার ক্ষেত্রে মুহতামিমকে রিপোর্ট পেশ করবেন। আর ছাত্রদের অশুভ আচরণের জন্য তাদেরকে বহিস্কার ছাড়া সর্বপ্রকার সতর্কতা ও শাস্তির পদক্ষেপ নিবেন।

(ঠ) তালীমাতের কার্যক্রমের রিপোর্ট মজলিসে এলমী, আমেলা ও শোরা অধিবেশনে পেশ করবেন।

(ড) ছাত্রদের লেখাপড়ার তৎপরতা এবং আমল-আখলাকের তদারকী করবেন। বিভিন্ন সময়ে ওয়াজ-নছীহতের মাধ্যমে তাদের তরবীয়ত জারী রাখবেন। আর চরিত্র বিধ্বংসী কাজের জন্য তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা নিবেন।

(ঢ) যে সকল ছাত্র মাদ্রাসার নিয়ম-কানুন, আদর্শ-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের বরখেলাফ আচরণে লিপ্ত হবে বা লেখা পড়ার কাজে মারাত্মক অবহেলা করবে বা ঝগড়া-বিবাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে বা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ অথবা শিক্ষকদের সাথে অসদাচরণ করবে বা সুন্নত বিরোধী কাজ করবে বা চরিত্রহীন সাব্যস্ত হবে তাদের বহিষ্কার যোগ্য হওয়ার রিপোর্ট মুহতামিমকে পেশ করবেন।

(ণ) ছাত্রদের বিনামূল্যে খোরাকী জারী করা বা আংশিক খোরাকী জারী করার জন্য মুহতামিমকে সুপারিশ করবেন।

(ত) তিনি ভর্তির সময় ছাত্রদের লেবাস, পোষাক, চুল, দাড়ির অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় যাচাই করবেন এবং মাদ্রাসার যাবতীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য লিখিত ওয়াদা নিবেন।

(থ) মজলিসে এলমী তালীমাতের মূল তত্ত্বাবধায়ক বিধায় নাজেমে তালীমাত এ মজলিসের পরামর্শ ও সিদ্ধান্তগুলো অপরিহার্যরূপে অনুসরণ করে চলবেন। অধিকন্তু সর্বক্ষেত্রে মুহতামিমের প্রতি অনুগত থাকবেন।

(দ) তিনি শোরা, আমেলা, মজলিসে এলমী ও মুহতামিমের নিকট জবাবদেহ থাকবেন।

ধারা নং– ২২ ঃ মজলিসে এলমী

(ক) মাদ্রাসার শোরা মাদ্রাসার শিক্ষা বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনা ও তদারকীর জন্য অন্যূন ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি মজলিসে এলমী গঠন করে দিবে।

(খ) মাদ্রাসার মুহতামিম ও নাজেমে তালীমাত পদাধিকার বলে এ মজলিসের সদস্য থাকবেন ।

(গ) নাজেমে তালীমাত এ মজলিসের আহবায়ক থাকবেন ।

(ঘ) এ মজলিস শিক্ষকদের সবকের রুটিন তৈরী করবে এবং প্রয়োজনে রুটিনে রদ-বদল করবে ।

(ঙ) তালীমাতের বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ এবং নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করবে এবং এগুলোর বাস্তবায়ন তদারকী করবে ।

(চ) তালীমাতের যাবতীয় কার্যক্রম তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করবে ।

(ছ) নাজেমে তালীমাতকে কার্যে অবহেলা বা তালীমাতের অনিয়মের জন্য সতর্ক করবে ।

(জ) শোরাকে নাজেমে তালীমাত নিযুক্তির ক্ষেত্রে পরামর্শ বা প্রয়োজনে নাজেম রদ-বদলের প্রস্তাব পেশ করবে ।

(ঝ) মজলিসে এলমী শোরার নিকট জবাবদেহ থাকবে ।

ধারা নং- ২৩ ঃ নাজেমে দারুত্তোলবা

(ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়ক)

(ক) ছাত্রাবাসে অবস্থানরত ছাত্রদের থাকার শৃংখলা বিধান করবেন ।

(খ) ছাত্রাবাসের নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে তাদেরকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবেন ।

(গ) তাদের লেবাস-পোষাক, গতিবিধি, আমল-আখলাক এবং লেখা-পড়ার তদারকী করবেন ।

(ঘ) ছাত্রাবাসের যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন ।

(ঙ) নির্ধারিত সময় ছাড়া অন্য সময়ে ছাত্রাবাসের বাইরে যাওয়ার জন্য কোন ছাত্র অনুমতি প্রার্থনা করলে তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন ।

(চ) ছাত্রাবাসে অবস্থানরত ছাত্রদের বিচার করবেন ।

(ছ) কোন ছাত্র বহিষ্কারযোগ্য বিবেচিত হলে মুহতামিমকে তার অপরাধের রিপোর্ট পেশ করবেন ।

(জ) তিনি মুহতামিম ও মজলিসে আমেলার নিকট জবাবদেহ থাকবেন ।

ধারা নং- ২৪ ঃ

শিক্ষক-কর্মচারীদের দায়িত্ব

(ক) মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীগণ মাদ্রাসার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুসারী এবং তা বাস্তবায়নে তৎপর থাকবেন ।

(খ) তাঁরা মুত্তাকী, সুন্নতের পাবন্দ ও আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য ।

(গ) তাঁরা বিশেষতঃ আকাবেরে দেওবন্দের অনুসারী হওয়া জরুরী এবং তাঁদেরই চিন্তাধারা ও আদর্শ ছাড়া অন্য সব চিন্তাধারা ও আদর্শ বর্জন তাঁদের জন্য অপরিহার্য হবে ।

(ঘ) ছাত্রদেরকে আদর্শ মানুষ, দ্বীনী জ্ঞানে বলিষ্ঠ এবং আমল আখলাকে উন্নত করে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি শিক্ষককে সজাগ ও তৎপর থাকতে হবে ।

(ঙ) শিক্ষক-কর্মচারীগণ শোরা, আমেলা, মজলিসে এলমী, মুহতামিম ও নাজেমে তা'লীমাত কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় আদেশ-নিষেধ অনুসরণে বাধ্য থাকবেন।

(চ) তাঁরা নিজে দলীয় সক্রিয় রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকবেন এবং ছাত্রদেরকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখবেন।

(ছ) শিক্ষকগণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত নেছাব (পাঠ্যসূচী) সমাপ্ত করা জরুরী। তাঁরা শিক্ষা বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য রক্ষা করে শিক্ষা দান করবেন।

(জ) প্রতিটি সবকের ঘন্টায় ছাত্রদের হাজিরা করা শিক্ষকদের জন্য জরুরী হবে।

(ঝ) শিক্ষক-কর্মচারীগণ শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়ন সাধনের সাথে সাথে মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্যও চেষ্টা করবেন। রমজান, কোরবানী ও ধান্য মৌসুমের ছুটিতে তাঁদের জন্য মাদ্রাসার তাহসীলী কাজ করা অপরিহার্য। অন্যথায় মুহতামিম তাঁদের বেতন কর্তন করতে পারবেন। তবে ঐ সময় কোন শিক্ষক-কর্মচারী মাদ্রাসার পক্ষ থেকে অন্য কোন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলে তিনি এ ধারার আওতায় পড়বেন না।

(ঞ) নবনিযুক্ত শিক্ষককে ছয়মাস পর্যন্ত অস্থায়ী গণ্য করা হবে।

(ট) শিক্ষক-কর্মচারীগণ শোরা, আমেলা, মজলিসে এলমী, মুহতামিম ও নাজেমে তালীমাতের নিকট জবাবদেহ থাকবেন।

ধারা নং– ২৫ ঃ

শিক্ষক-কর্মচারীদের ছুটি ইত্যাদি

(ক) প্রতিটি শিক্ষক-কর্মচারী প্রতি মাসে দুই দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করতে পারবেন। যদি কোন শিক্ষক প্রতি মাসে উক্ত ছুটি ভোগ না করে থাকেন তবে বছরের শেষের দিকে প্রয়োজনে এবং মাদ্রাসার শিক্ষা ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি না হওয়া সাপেক্ষে এক সাথে জমা থাকা ছুটি ভোগ করতে পারবেন। যেহেতু উক্ত হিসাব মতে বছরে মোট ২২ দিন নৈমিত্তিক ছুটি হয় সুতরাং মুহতামিম সাহেব কোন শিক্ষককে বিশেষ প্রয়োজনে ছুটি জমা হওয়ার পূর্বে অগ্রিম ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। তবে নবনিযুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী এ সুযোগ পাবেন না।

(খ) নৈমিত্তিক ছুটি সর্বাবস্থায় মুহতামিমের অনুমোদনক্রমেই ভোগ করা যাবে।

(গ) নবনিযুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীও মাসিক দু'দিন ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

(ঘ) শিক্ষক-কর্মচারীগণ রোগের কারণে বছরে সর্বমোট এক মাস সবেতন ছুটি পাবেন। তবে মুহতামিম সাহেবের নিকট একথা প্রমাণিত হতে হবে যে, তাঁরা রোগজনিত কারণে শিক্ষকতা ও মাদ্রাসার খেদমতে সত্যিকারেই অপারগ হয়ে পড়েছেন। যদি রোগের মেয়াদ আরও দীর্ঘ হয় তবে তাঁরা বিনা বেতনে ছুটি পাবেন।

(ঙ) কোন শিক্ষক-কর্মচারী মুহতামিমের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বল্প সময়ের জন্যও দায়িত্ব পালনে বিরত বা অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। অন্যথায় মুহতামিম তাঁর বেতন কর্তন করতে পারবেন।

(চ) যেহেতু মুহতামিম সর্বক্ষণ মাদ্রাসার কাজে ব্যস্ত থাকেন সুতরাং শোরার সদর বা আমেলার অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি অতিরিক্ত ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

(ছ) ছুটি অনুমোদন ছাড়া কোন শিক্ষক-কর্মচারী অনুপস্থিত থাকলে মুহতামিম তাঁর বেতন কর্তন করতে পারবেন। যদি কেউ নির্দিষ্ট সময়ের ছুটি অনুমোদিত হওয়ার পর বিশেষ কারণে ছুটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে মাদ্রাসায় উপস্থিত হতে পারেননি তবে অবিলম্বে মুহতামিমের নিকট অননুমোদিত অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুরীর জন্য দরখাস্ত করবেন। মুহতামিম বিষয়টি বিবেচনা করে ওজর বাস্তব মনে করলে ছুটি মঞ্জুর করবেন। অন্যথায় বেতন কর্তন করা হবে।

(জ) হেফজ ও নাজেরার শিক্ষকগণ এবং মাতবাখ ও হিসাব বিভাগের কর্মচারীগণ এবং এ ধরনের অন্যান্য কর্মচারীগণ যেহেতু মাদ্রাসার সাধারণ ছুটি পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারেন না সুতরাং তাঁদের বার্ষিক নৈমিত্তিক ছুটি মাসে তিন দিন ও বছরে ৩৩ দিন হবে।

(ঞ) যে কোন বন্ধের সময় ও তৎপর মাদ্রাসা খোলার তারিখে কোন শিক্ষক-কর্মচারী হাজির না থাকলে, তিনি বন্ধের বেতন পাবেন না। আর একদিকে অনুপস্থিত থাকলে বন্ধের অর্দ্ধেক বেতন পাবেন না। অনুরূপ শুক্রবারের বেতন তাঁরাই পাবেন যারা বৃহস্পতিবার ও শনিবার উপস্থিত থাকবেন। আর এ দু' দিনের যে কোন একদিন অনুপস্থিত থাকলে শুক্রবারের বেতন অর্দ্ধেক পাবেন।

ধারা নং– ২৬ ঃ

শিক্ষক-কর্মচারীর অব্যাহতি

(ক) কোন শিক্ষক-কর্মচারী মাদ্রাসার খেদমত ত্যাগের ইচ্ছা করলে তিনি অন্যূন এক মাস পূর্বে মুহতামিমকে লিখিতভাবে অবগত করবেন। অন্যথায় তার পক্ষে আঞ্জুমানভূক্ত কোন মাদ্রাসার খেদমত গ্রহণ অবৈধ হবে। তবে মুহতামিম আকস্মিক অব্যাহতি লাভ অনুমোদন করলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকবেনা।

(খ) যদি কোন শিক্ষক-কর্মচারীকে মাদ্রাসার খেদমত থেকে আইনানুগ পন্থায় অব্যাহতি দেয়া হয় তবে অব্যাহতির বিষয় অবগত করার সময় থেকে এক মাস পর্যন্ত তিনি মাদ্রাসার খেদমতে বহাল থাকবেন। তবে তিনি অবগত হওয়ার পর স্বেচ্ছায় সাথে সাথে মাদ্রাসা ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলে এবং মুহতামিম সাহেব এতে সম্মত হলে তা করতে পারবেন। তবে নিম্নবর্ণিত গ–এর ৩ ও ৫ নং উপধারায় বর্ণিত দোষে অব্যাহতি দিলে এক মাসের সময় দেয়া জরুরী নয়।

(গ) যে কোন শিক্ষক-কর্মচারীকে মাদ্রাসার খেদমত থেকে নিম্নলিখিত অজুহাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অব্যাহতি দান করতে পারবে :

(১) মাদ্রাসার আদর্শ-লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী আচরণ।

(২) আকাবেরে দেওবন্দের চিন্তাধারা ও আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ।

(৩) মাদ্রাসার স্বার্থবিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িত হওয়া।

(৪) মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আদেশ-নিষেধ লংঘন করা।

(৫) মারাত্মক চরিত্রহীনতা।

(৬) নিজ দায়িত্বে অব্যাহত অবহেলা প্রদর্শন।

(৭) ছুটি অনুমোদন ছাড়া এক নাগাদ এক মাস অনুপস্থিত থাকা।

(৮) স্বাস্থ্যগত কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগতা।

প্রথম সাতটি ক্ষেত্রে যে কোন শিক্ষক-কর্মচারী সতর্ক করার পরও যদি নিজেকে সংশোধন না করেন, তবে তাঁকে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করা হবে। অতঃপর কারণ দর্শানো যদি সন্তোষজনক না হয়, তবে শরীয়ত সম্মত উপায়ে এ সকল দোষ প্রমাণিত হলে তাঁকে আমেলা অব্যাহতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। প্রকাশ থাকে যে, অব্যাহতির ক্ষেত্রে আঞ্জুমানের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ অপরিহার্য হবে এবং এ অব্যাহতি শোরার পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদন করাতে হবে।

ছাত্র সংক্রান্ত

ধারা নং– ২৭ ঃ ছাত্রদের ভর্তি

(ক) ৬ই শাউয়াল থেকে কোরবানীর ছুটি পর্যন্ত সাধারণ ভর্তি চালু থাকবে। এরপর নাজেমে তালীমাত বিশেষ ক্ষেত্রে মুহতামিমের অনুমতিক্রমে ছাত্র ভর্তি করতে পারবেন।

(খ) নির্দিষ্ট ভর্তি ফরমে ছাত্রদেরকে ভর্তি করতে হবে। নূতন ছাত্রদের ভর্তি ফরমে ছাত্রদের বিস্তারিত ঠিকানা, অভিভাবক নির্ধারণ, বয়স, পূর্ববর্তী মাদ্রাসার নাম, ঐ মাদ্রাসার অনুমতিপত্রের বিষয়, বিগত বছরে পঠিত কিতাবসমূহের উল্লেখ, বর্তমানে কাম্য কিতাবসমূহের উল্লেখ, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল, নিয়ম-কানুন মানার প্রতিশ্রুতি, ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট ঘর, নাজেমে দারুত্তোলবার ঘর এবং নাজেমে মাতবাখ, নাজেমে তালীমাত ও মুহতামিমের মন্তব্য বা নির্দেশের ঘর এবং ছাত্রের স্বাক্ষরের ঘর থাকতে হবে। আর পুরাতন ছাত্রদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মাদ্রাসার বিষয় ছাড়া অন্যান্য সব বিষয় থাকবে। তবে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগের রিপোর্টের ঘর থাকতে হবে।

(গ) নতুন ছাত্রকে পূর্ববর্তী মাদ্রাসার অনুমতি পত্র ছাড়া ভর্তি করা সম্পূর্ণ অবৈধ হবে। ভর্তি করলে পূর্ববর্তী মাদ্রাসা আঞ্জুমান কার্যালয়ে বিচারের প্রার্থনা করতে পারবে।

(ঘ) ভর্তির সময় ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে যাচাই করতে হবে এবং মাদ্রাসার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেসমূহ এবং মাদ্রাসার যাবতীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য পৃথক ফরমে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) নুতন ছাত্রকে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ভর্তি করতে হবে। তবে কোন ছাত্র বিগত বছরে কোন মাদ্রাসার আঞ্জুমান পরিচালিত মারকাজী পরীক্ষা পাশ করে থাকলে তাকে মারকাজী পরীক্ষার নম্বরের সনদের ভিত্তিতে পরীক্ষা ছাড়া ভর্তি করা যাবে।

(চ) ভর্তির সময় ভর্তি ফিসসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চার্জ বা চাঁদা নেয়া যাবে। তবে সকল ছাত্রের শিক্ষা বিনা বেতনে দেয়া হবে।

ধারা নং- ২৮ ঃ

সাধারণ ছাত্রদের জন্য আইন-কানুন

(ক) প্রতিটি ছাত্র মাদ্রাসার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের অনুসারী হওয়া অপরিহার্য হবে।

(খ) বিশেষ করে আকাবেরে দেওবন্দের আদর্শ ও চিন্তাধারার অনুসরণ একান্ত জরুরী হবে।

(গ) সুন্নাতের পাবন্দ, চুল, দাড়ি ও লেবাস পোষাক শরীয়ত সম্মত সলফে ছালেহীনের অনুকরণভিত্তিক হতে হবে।

(ঘ) মাদ্রাসার যাবতীয় নিয়ম-কানুন সর্বাবস্থায় পুংখানুপুংখ মেনে চলতে হবে।

(ঙ) মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দের সাথে সদাচরণ ও আদব রক্ষা করা অপরিহার্য হবে।

(চ) কোন ছাত্র মাদ্রাসায় যে কোন রূপ সংগঠন করতে বা তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(ছ) কোন সরকারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(জ) কোন ছাত্র অন্য ছাত্রকে খারেজী পড়াতে বা তার তত্ত্বাবধান করতে পারবে না। কিন্তু কেউ যদি কোন ছাত্রের আইনতঃ অভিভবাক হয় তবে ভিন্ন কথা।

(ঝ) কোন ছাত্র পূর্ব অনুমোদিত ছুটি ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

(ঞ) কোন ছাত্র অনুমতি ব্যতিরেকে এক ঘন্টার জন্যও সবকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

(ট) কোন ছাত্র মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া জায়গীর গ্রহণ করতে পারবে না।

ধারা নং- ২৯ ঃ

দারুত্তোলবার ছাত্রদের নিয়ম-কানুন

(ক) তারা নাজেমে দারুত্তোলবার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে । তাদের জন্য তাঁর যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলা একান্ত কর্তব্য।

(খ) সবকের সময় ছাড়া অন্য সময়ে তাদের তাকরার ও নিজে লেখাপড়া করার জন্য নিম্নলিখিত সময় নির্ধারিত থাকবে।

(১) মাগরিবের নামাজের পর রাত ১১টা পর্যন্ত।

(২) শেষ রাত্রি ও ফজরের নামাজের পর সকাল ৯ ঘটিকা পর্যন্ত।

(গ) প্রতিদিন সকাল ৯ ঘটিকায় গোসলের ঘন্টা এবং ৯ : ৩০ ঘটিকায় খানার ঘন্টা হবে।

(ঘ) আসরের নামাজের পর মাগরিব পর্যন্ত এবং সকাল ৯ ঘটিকার পর ১০ : ৩০ ঘটিকা পর্যন্ত সময়ে সকলেই ব্যক্তিগত প্রয়োজন সমাধা করবে।

(ঙ) ছাত্রাবাসের ছাত্রদের জন্য চায়ের দোকানে বসা নিষিদ্ধ থাকবে। প্রয়োজনে নিজ কক্ষে এনে চা-নাস্তা করবে।

(চ) নিজ নিজ আবাস-কক্ষ এবং অগ্র-পশ্চাৎ পরিষ্কার রাখা সকলের জন্য জরুরী।

(ছ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় মসজিদে জমাতে হাজির থাকা অপরিহার্য হবে।

(জ) বিনা প্রয়োজনে অথবা সবক ও নিজের লেখাপড়া বা তাকরারের সময় বাজারে ঘোরাফেরা করা নিষিদ্ধ থাকবে।

(ঝ) তাকরার ও লেখাপড়ার সময় নিজ কক্ষে বসে গল্প করা বা অন্য কাজ করা বা নিদ্রা গমন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(ঞ) তাকরার বা লেখাপড়ার সময় বিশেষ প্রয়োজনে মাদ্রাসার বাইরে যেতে হলে নাজেমে দারুত্তোলবার অনুমতি নিতে হবে। তিনি না থাকলে অন্য কোন শিক্ষকের অনুমতি নিতে হবে।

(ট) যে কোন সাথীর যে কোন জিনিস বিনা অনুমতিতে ব্যবহার মারাত্মক অপরাধ গণ্য হবে।

(ঠ) নাজেমে দারুত্তোলবার সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন সিট দখল বা নিজেদের মধ্যে সিটের রদবদল করা যাবে না।

(ড) রেডিও শ্রবণ, নোবেল জাতীয় ও অশ্লীল বই-পুস্তক পাঠ, মোবাইল ব্যবহার অথবা আকাবেরে দেওবন্দের চিন্তাধারা বিরোধী বই-পুস্তক পাঠ নিষিদ্ধ।

ধারা নং- ৩০ ঃ

ছাত্রদের শাস্তি ও বহিষ্কারযোগ্য অপরাধ

(ক) ধারা নং ২৮ এর চ ও ছ ছাড়া বাকী নিয়ম-কানুনের বরখেলাফ করলে তালীমাত কর্তৃপক্ষ উপযোগী শাস্তির পদক্ষেপ নিবে।

(খ) ধারা নং ২৯-এ বর্ণিত নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধাচরণ করলে নাজেমে দারুত্তোলবা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতা প্রদান বা উপযোগী শাস্তি প্রদান করবেন।

(গ) কোন ছাত্রকে ধারা নং ২৮ এর চ ও ছ -এ বর্ণিত কানুনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পাওয়া গেলে তাকে বহিষ্কার করা যাবে।

(ঘ) কোন ছাত্রকে ধারা নং ২৮ এর চ ও ছ ছাড়া অন্যান্য নিয়ম-কানুন এবং ২৯-এ বর্ণিত যাবতীয় নিয়ম-কানুনের বরখেলাফ করার কারণে সতর্ক করা এবং শাস্তি প্রদান করার পরও যদি সে বারংবার অপরাধ করছে বলে প্রমাণিত হয় তবে তাকে বহিষ্কার করা যাবে।

(ঙ) যদি কোন ছাত্র চুরি করেছে বলে প্রমাণিত হয় তবে তাকে বহিষ্কার করা যাবে।

(চ) কোন ছাত্র মারাত্মক ঝগড়া-বিবাদ বা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে বা মারাত্মক চরিত্রহীনতায় দোষী প্রমাণিত হলে তাকে বহিষ্কার করা হবে।

(ছ) কোন ছাত্র বিনা ছুটিতে এক নাগাদ এক মাস অনুপস্থিত থাকলে তাকে বহিষ্কৃত গণ্য করা হবে। তবে সে নির্দ্ধারিত ফি দিয়ে মুহতামিমের অনুমতিতে পুনঃ ভর্তি পেতে পারে।

ধারা নং– ৩১ ঃ মাদ্রাসার সময় সংক্রান্ত

(ক) মাদ্রাসার শিক্ষাবর্ষ ৬ই শাউয়াল আরম্ভ হয়ে ২৪ শে শাবান পর্যন্ত শেষ হবে।

(খ) অর্থবর্ষ ১লা শাবান থেকে আরম্ভ হয়ে ৩০ শে রজব পর্যন্ত সমাপ্ত হবে।

(গ) সবকের সময় সকাল ১০ বা ১০:৩০ ঘটিকায় শুরু হয়ে আসরের নামাজ পর্যন্ত গণ্য হবে। মাঝখানে জোহরের নামাজের জন্য বিরতি থাকবে ৪৫ মিনিট।

(ঘ) বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যালয়ের সময় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ মুহতামিমের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারিত করবেন।

(ঙ) নাজেরা ও হেফজ বিভাগের সময় মুহতামিম সাহেব মজলিসে এলমীর পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করবেন।

ধারা নং– ৩২ ঃ বন্ধ

(ক) প্রতি বছর ২৫ শাবান থেকে ৫ই শাউয়াল পর্যন্ত রমজান উপলক্ষে মাদ্রাসা বন্ধ থাকবে। তবে হেফজ বিভাগ ও নাজেরার বন্ধ ২১ রমজান থেকে আরম্ভ হবে।

(খ) কোরবানী উপলক্ষে মাদ্রাসা ৫ই জিলহজ্ব থেকে ১৬ ই জিলহজ্ব পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে মুহতামিম এতে রদবদল করতে পারবেন।

(গ) প্রতি শুক্রবার বিভিন্ন কার্যালয় ও মতবখ ছাড়া বাকী বিভাগগুলো বন্ধ থাকবে।

(ঘ) সাময়িক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তিন দিন এবং বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ১৫ দিন সবক বন্ধ থাকবে।

(ঙ) ধান্য মৌসুমে মাদ্রাসার আর্থিক প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ দেয়া যাবে ।

(চ) বন্ধকালীন সময়ে কোন শিক্ষক বা কর্মচারীকে মুহতামিম মাদ্রাসার বিশেষ কোন কাজের জন্য নির্দেশ প্রদান করলে তিনি তা করার জন্য বাধ্য থাকবেন । তবে তাঁর জন্য বিশেষ এমদাদ পাবেন ।

ধারা নং– ৩৩ ঃ

মাদ্রাসা থেকে এমদাদী খোরাকী পাওয়ার শর্তাবলী

(ক) এমদাদী খোরাকী পাওয়ার জন্য জাকাতের উপযোগী দরিদ্র ছাত্র হওয়া শর্ত ।

(খ) প্রতিটি পরীক্ষায় গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর না পেলে এমদাদী খোরাকী পাবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মুহতামিমের বিশেষ বিবেচনা করার অধিকার থাকবে ।

(গ) নতুন ছাত্ররা ভর্তি পরীক্ষায় শতকরা ৬০ নম্বর পেলে এমদাদী খোরাকী পাবে। তবে প্রথম এক মাসের খোরাকী নিজে বহন করতে হবে । এর চেয়ে কম নম্বর পেলে নাজেমে তালীমাতের মন্তব্যের ভিত্তিতে মুহতামিম সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন ।

(ঘ) প্রতি শিক্ষা বছরের শুরুতে এবং কোরবানীর বন্ধের পর প্রতি ছাত্র কমপক্ষে এক মাসের খোরাকীর পরিমাণ তাহছীল মাদ্রাসায় জমা দিবে। অন্যথায় যে পরিমাণ তাহছিল কম হবে সে পরিমান খোরাকী নিজ দায়িত্বে থাকবে ।

ধারা নং- ৩৪ ঃ

মাদ্রাসার শিক্ষার স্তরসমূহ

(ক) মাদ্রাসাসমূহে সাধারণ দ্বীনী শিক্ষার বিভিন্ন স্তর নিম্নরূপ হবে ঃ-

ইবতেদাইয়্যাহ ঃ ফোরকানিয়া ১ম ও ২য় বর্ষ এবং দোয়াজদাহুম থেকে জমাতে দাহুম পর্যন্ত	৫ বছর
মুতাওয়াস্‌সিতাহ ঃ নাহুম - হাশতুম	২ বছর
সানবিয়্যাহ আম্মাহ ঃ হাফতুম - শাশুম	২ বছর
সানবিয়্যাহ খাচ্ছাহ ঃ পাঞ্জুম - চাহারম	২ বছর
আলিয়্যাহ ঃ সুয়াম - দুয়াম	২ বছর
আলমিয়্যাহ ঃ উলা - দাওরায়ে হাদীস	২ বছর
	মোট ১৫ বছর

(খ) তাখাস্‌সুসাত ঃ

তাখাস্‌সুস ফি- উলুমিল কোরআন	১ বছর
তাখাস্‌সুস ফি- উলুমিল হাদীস	১ বছর
তাখাস্‌সুস ফিলফিক্‌হ	২ বছর
তাখাস্‌সুস ফিললুগাতিল আরাবিয়া	২ বছর
তাখাস্‌সুস ফিললুগাতিল ওয়াতানিয়্যাহ	২ বছর
তাখাস্‌সুস ফি- তাক্‌মীলিদ্দীনিয়াত	১ বছর
তাখাস্‌সুস ফিল উলুমিল আকলিয়্যাহ	১ বছর
তাখাস্‌সুস ফিল ইকতেছাদিল ইসলামী	১ বছর

(গ) কেরাত বিভাগের শিক্ষাকাল মাদ্রাসার শিক্ষাগত আয়োজন ভেদে ২ বছর বা ১ বছর থাকবে।

(ঘ) প্রয়োজনে এছাড়া অন্যান্য তাখাস্‌সুসাত বা বিভাগ খোলা যাবে।

(ঙ) যে কোন মাদ্রাসায় কোন্‌ জমাত পর্যন্ত শিক্ষ চালু থাকবে তা আঞ্জুমান যাচাই করে সিদ্ধান্ত দিবে।

(চ) কোন মাদ্রাসায় নতুন কোন শ্রেণী খোলতে ইচ্ছা করলে আঞ্জুমানের অনুমতি প্রয়োজন হবে। অনুমতির জন্য আবেদন করার পর আঞ্জুমান যথাযথ যাচাই ও তদন্ত করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

ধারা নং- ৩৫ ঃ পরীক্ষা সংক্রান্ত

(ক) প্রতি মাদ্রাসায় বার্ষিক তিনটি পরীক্ষা হবে।

ত্রৈমাসিক পরীক্ষা - ছফর মাসের ১ম সপ্তাহে।

ষাম্মাসিক পরীক্ষা - জুমাদাল উলার ১ম সপ্তাহে।

বার্ষিক পরীক্ষা - শা'বান মাসে।

(খ) আঞ্জুমান পরিচালিত মারকাজী পরীক্ষা প্রতি মারহালা বা স্তরের শেষ বর্ষে শাবান মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) আঞ্জুমানভুক্ত প্রতি মাদ্রাসার জন্য মারকাজী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অপরিহার্য হবে। পরীক্ষার যাবতীয় নিয়ম-কানুন আঞ্জুমান কর্তৃক প্রদত্ত হবে।

(ঘ) ভবিষ্যতে আঞ্জুমানের শোরার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে তাখাস্‌সুসগুলির মারকাজী পরীক্ষাও নেয়া যেতে পারে।

(ঙ) জামাতে দাহুম পর্যন্ত কিতাবসমূহের এবং হেফজ ও নাজেরার পরীক্ষা মৌখিক গ্রহণ করা হবে। বাকী জামাতগুলোর পরীক্ষা লিখিতভাবে হবে।

(চ) প্রতি কিতাবের সাময়িক পরীক্ষা ঐ কিতাবের শিক্ষকই গ্রহণ করবেন। বার্ষিক পরীক্ষা ভিন্ন শিক্ষকের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। আর মারকাজী পরীক্ষা ভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষকের মাধ্যমে নির্ধারিত নিয়মে গ্রহণ করা হবে।

(ছ) মারকাজীসহ প্রতি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর ১০০ এবং পাশের নম্বর ৩৩ হবে। আর দরজা বা বিভাগ নির্ধারণ নিম্নরূপ হবে ঃ

মোমতাজ	৮০ - ১০০
জাইয়িদ জিদ্দান	৬০ - ৭৯
জাইয়িদ	৪৫ - ৫৯
মাকবুল	৩৩ - ৪৪

৩৩ এর কম নম্বর পেলে রাসেব অর্থাৎ অকৃতকার্য গণ্য হবে।

(জ) যদি কোন ছাত্র গড়ে প্রতি কিতাবে ৩৩ নম্বর লাভ করে তবে একটি কিতাবে অকৃতকার্য হলেও তাকে পাশ ঘোষণা করা হবে।

(ঝ) মাদ্রাসা যদি ছাত্রদেরকে পুরস্কার দিতে চায় তবে জাইয়িদ জিদ্দান এবং মোমতাজে উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকেই দিতে পারে।

ধারা নং– ৩৬ ঃ তহবিল সংক্রান্ত

(ক) মাদ্রাসার যে কোন আয় রসিদের মাধ্যমে এবং যে কোন ব্যয় ভাউচারের মাধ্যমে হওয়া অপরিহার্য।

(খ) মাদ্রাসার চাঁদা ও ছদকা তহবিলের আয়-ব্যয় সম্পূর্ণ পৃথক রাখতে হবে এবং দাতা যে অর্থ যে উদ্দেশ্যে দান করবে কেবল সেই খাতেই ব্যয় করতে হবে।

(গ) চাঁদা ফান্ডে এককালীন দান, মাসিক ও বার্ষিক চাঁদা, মওসুমী ফসলের চাঁদা, বার্ষিক সভার চাঁদা, নির্মাণ চাঁদা, কিতাবের জন্য চাঁদা ও নফল ছদকা প্রভৃতি অর্থ জমা হবে।

ছদকা ফান্ডে যাকাত, কুরবানীর চামড়ার টাকা, বিভিন্নরূপ ওয়াজিব ছদকা ও ফিতরা প্রভৃতি জমা হবে।

(ঘ) নির্দিষ্ট মুহাসিব যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করবেন। মুহতামিমের হাতে টাকা জমা থাকবেনা। তিনি নিজ হাতে হিসাবও রাখবেন না।

(ঙ) শোরা বা আমেলা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ নৈমিত্তিক খরচের টাকা মুহাসিবের হাতে জমা থাকবে। বাকী টাকা ব্যাংকে জমা হবে।

(চ) শোরা বা আমেলা কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিই ব্যাংক হিসাবের পরিচালক থাকবেন। তবে মুহতামিম অবশ্যই অন্যতম পরিচালক থাকবেন।

(ছ) চাঁদা ফান্ডের অর্থ দ্বারা শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন, নির্মাণ কাজ, জমি খরিদ, কিতাব খরিদ, মসজিদ নির্মাণ ও

মাদ্রাসার সাধারণ ব্যয় নির্বাহ করা হবে। তবে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার পাবে।

(জ) ছদকা ফান্ডের অর্থ দ্বারা একমাত্র দরিদ্র ছাত্রদের খোরপোষ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হবে। অন্য কোন ব্যয় এ অর্থ দ্বারা নির্বাহ করা চলবে না।

ধারা নং– ৩৭ ঃ অডিট

(ক) শোরা বা আমেলা কর্তৃক মনোনীত অডিটরগণ মাসিক ও বার্ষিক অডিট করবেন। এটা প্রতি মাদ্রাসার জন্য অপরিহার্য। অডিটের পর যাবতীয় হিসাব শোরায় অনুমোদন করে নিতে হবে।

(খ) পরবর্তীতে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা অডিট করানো উত্তম হবে।

(গ) আঞ্জুমান কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শকও পরিদর্শনকালে হিসাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন।

ধারা নং– ৩৮ ঃ পরিদর্শন

(ক) প্রতি মাদ্রাসার জন্য বার্ষিক একবার আঞ্জুমানের পরিদর্শক দ্বারা মাদ্রাসা পরিদর্শন করানো জরুরী।

কেবল এ পরিদর্শনের ভিত্তিতে মাদ্রাসাকে আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে সুপারিশ বা সত্যায়ন পত্র প্রভৃতি প্রদান করা হবে।

(খ) পরিদর্শনে যাতায়াত খরচ মাদ্রাসাই বহন করবে।

ধারা নং– ৩৯ ঃ চাকুরীবিধি

(ক) প্রতি মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার শোরা একটি উপযোগী চাকুরীবিধি করে দিবে।

(খ) শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ এ চাকুরীবিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে হবে।

ধারা নং– ৪০ ঃ

রিকুইজিশন বা তলবী অধিবেশন

(ক) যদি কোন মাদ্রাসার মুহতামিম যথারীতি মাদ্রাসার শোরা অধিবেশন আহবান না করেন এবং আঞ্জুমান কর্তৃপক্ষ শোরা আহবানের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও মুহতামিম সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন, তবে আঞ্জুমানের সভাপতি বা নাজেম তলবী সভা আহবান করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

(খ) তলবী সভা এক সপ্তাহের নোটিশে আহবান করা যাবে।

(গ) অত্র তলবী সভায় মুহতামিমকে অপসারণের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা যাবে।

ধারা নং– ৪১ ঃ

দস্তুর সংশোধন ও সংযোজন

(ক) অত্র দস্তুরের কোন ধারা উপধারার সংশোধন বা তাতে সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দিলে আঞ্জুমানের শোরা অধিবেশনে অধিকাংশের মতামতে তা করা যাবে।

(সমাপ্ত)

শোরা অধিবেশনের ঘোষণা

অদ্য ১৭/৬/১৩ হিঃ মোতাবেক ১২/১২/৯২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস বাংলাদেশের শোরা অধিবেশনে অত্র দস্তুরুল মাদারিস আল-ইসলামিয়াহ আল-আহ্‌লিয়্যাহ বা কাওমী মাদ্রাসা সংবিধানের সকল ধারা-উপধারা শুনানীর পর তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত বলে ঘোষণা করা হলো। আঞ্জুমানের নাজেম সাহেবকে যথাশীঘ্র এর মুদ্রণ ও প্রচারের জন্য আহবান জানানো হলো।

অধিবেশনের সভাপতির স্বাক্ষর

(মাওলানা মোহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী)

সংশোধনী

১। শোরা অধিবেশনের তাং ১৮/৫/১৯ হিঃ ধারা নং- ১৭-১৮
২। শোরা অধিবেশনের তাং ১৮/৫/২২ হিঃ ধারা নং- ৩-৫
৩। শোরা অধিবেশনের তাং ২৫/৩/২৯ হিঃ ধারা নং- ৭

পরিশিষ্ট – ১

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম দ্বীনী মারকাজ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত দারুল উলূম দেওবন্দ পরিচালনার লক্ষ্যে একটি আট দফা মূলনীতি প্রণীত ও গৃহীত হয়েছিল এবং যা উছূলে হাশতগানা নামে পরিচিত। উক্ত আট দফা মূলনীতি এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল।

দারুল উলূম দেওবন্দের দস্তুরুল আমল এলহামী উছূলে হাশ্‌তগানা

এক ঃ মাদ্রাসার আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রতি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে গভীর দৃষ্টি রাখতে হবে। নিজে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবেন এবং অন্যান্যদের দ্বারাও চেষ্টা চালাবেন। মাদ্রাসার হিতাকাংখীগণকেও এ কথাটি সর্বদা মনে রাখতে হবে।

দুই ঃ ছাত্রদের খাওয়ার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে বরং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে মাদ্রাসা হিতাকাংখীগণকে সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তিন ঃ মাদ্রাসার পরামর্শদাতাগণকে (কর্তৃপক্ষকে) সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে, যাতে মাদ্রাসার পরিচালনা ব্যবস্থা সুন্দর, সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক হয়। নিজের মতকে ঠিক রাখার জন্য যেন বাড়াবাড়ি করা না হয়। আল্লাহ না করুন, যখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে- আপন মতের বিপরীত মত গ্রহণ বা পরামর্শ গ্রহণের মত সহনশীলতা পরামর্শদাতাগণের থাকবে না, তখন এ মাদ্রাসার বুনিয়াদ টলমল হয়ে পড়বে।

মোট কথা, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পরামর্শ দেবার সময় এবং তার আগে পরেও মাদ্রাসার সুব্যবস্থা ও সুশৃংখলার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে। আর কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি যেন না হয়। যেন পরামর্শদাতাগণ মতামত প্রকাশে কোন প্রকার দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়েন। আর উপস্থিত শ্রোতাগণও যেন তা ধৈর্য ও নেক নিয়্যতের সাথে শ্রবণ করেন।

অর্থাৎ এরূপ খেয়াল রাখতে হবে যে অন্যের কথা যদি বুঝে আসে– তা আমাদের মতের বিপরীতই হউক না কেন– অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মেনে নিব।

এবং এ কারণেও এটা জরুরী যে, মুহতামিম সাহেব সর্বদা পরামর্শ সাপেক্ষে কার্যাবলীর ব্যাপারে যোগ্য পরামর্শদাতাদের থেকে অবশ্যই পরামর্শ গ্রহণ করবেন, তাঁরা মাদ্রাসার নিয়মিত পরামর্শদাতা হ'ন অথবা ইলম ও অভিজ্ঞতার অধিকারী এবং

মাদ্রাসার হিতাকাংখী কোন আগন্তুকই হন। এবং এ কারণেও জরুরী যে, যদি ঘটনাক্রমে কোন কারণে পরামর্শদাতাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ না ঘটে এবং যদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তখন কেউ শুধু এ অজুহাতে যেন অসন্তুষ্ট না হন যে, আমাকে কেন জিজ্ঞেস করা হ'ল না। অবশ্য মুহতামিম সাহেব যদি কাউকেই জিজ্ঞেস না করে থাকেন তখন অবশ্য পরামর্শদাতাগণ আপত্তি তুলতে পারেন।

চার ঃ মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের সমমনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁরা যেন দুনিয়াদার আলেমদের ন্যায় অহংকারী এবং অন্যকে হেয় প্রতিপন্নকারী না হন।

আল্লাহ না করুন যখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন এ মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

পাঁচ ঃ পূর্ব নির্ধারিত দরস বা পরে পরামর্শক্রমে যা স্থির হয়, যথা সময়ে তা সমাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ এ মাদ্রাসা জমে উঠবেনা, উঠলেও তা অর্থহীন হবে।

ছয় ঃ যে পর্যন্ত এ মাদ্রাসার আয়ের কোন নিশ্চিত উপায় অবলম্বিত না হবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল থাকলে ইনশা আল্লাহ সে পর্যন্ত এ মাদ্রাসা এভাবেই চলতে থাকবে। আর যদি আয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, যেমন- জায়গীর (জায়গা জমি, জমিদারী) বা কারখানা, তেজারত বা কোন নির্ভরযোগ্য ধনী ব্যক্তির অলংঘনীয় ওয়াদা, তখন মনে হয় যে, যে আশা ও ভীতি আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার পুঁজি তা হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং গায়েবী মদদ বন্ধ হয়ে যাবে। আর পরিচালকদের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হবে।

সাত ঃ সরকার এবং বিত্তবানদের অংশগ্রহণও অত্যধিক ক্ষতিকর মনে হচ্ছে।

আট ঃ ঐ সকল লোকদের চাঁদা বরকতময় মনে হচ্ছে, যাঁরা নামের আশায় চাঁদা প্রদান করেন না।

মোট কথা, চাঁদাদাতাদের নেক নিয়্যতই প্রতিষ্ঠান অধিক স্থায়ী হবার পূঁজি বলে মনে করি।

আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মদারিস, বাংলাদেশ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমস্ত কাওমী মাদ্রাসাকে একই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা।
- কাওমী মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং এগুলোকে ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করা।
- কাওমী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষা-দীক্ষার মানোন্নয়নে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।
- কাওমী মাদ্রাসাসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার দিকনির্দেশ করা।
- জরুরী অবস্থায় এ সকল মাদ্রাসাকে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দান করা।
- সঠিক দ্বীনী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচার এবং সমাজের ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন বাস্তবায়নে ওলামায়ে কেরামের সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রয়াস।